তারিখ ... ৮/১০/৭৮ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

দৈনিক বাংলা

আকবর উদ্দীন

আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক-সাংবাদিক জনাব আকবরউদ্দীনের মৃত্যুতে আমরা একজন নিবেদিত প্রাণ সাহিত্যসাধককে হারালাম। সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যচর্চা করে তিনি তাঁর অবদানে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রবীণ বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েও জনাব আকবরউদ্দীন সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন; হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। সাহিত্য সাধনায় মরহুমের এই নিবেদিত নিষ্ঠা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেই সাহিত্যক্ষেত্রে আকবরউদ্দীনের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন একাধারে প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। ছাত্রাবস্থায়ই সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা সুধী সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৫ সালে মাসিক 'আল ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'কবি' এবং ধারাবাহিক রচনা 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের স্থান' একজন শক্তিমান প্রবন্ধকারকে চিনিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে চিন্তামূলক ও ঐতিহাসিক তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি তিনি নাটক এবং গল্প-উপন্যাস রচনায়ও ব্যাপৃত হন।

সেকালে সাপ্তাহিক 'সওগাত', মাসিক 'সওগাত', সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় আকবর-

উদ্দীনের অনেক নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। 'সিন্ধু বিজয়' নাদির শাহ, সুলতান মাহমুদ, আজান প্রভৃতি নাটক লিখে তিনি একজন বিশিষ্ট নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পান। নাটক রচনায় আকবরউদ্দীন প্রধানত ইতিহাসের এলাকায় বিচরণ করলেও তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে রয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের পরিচয়। ১৯২৯-৩০ সালে সাপ্তাহিক সওগাত ও মাসিক মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আকবরউদ্দীনের উপন্যাস বেড়াজাল, অভিনেতা ও মাটির মানুষ। সেকালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এসব রচনা উচ্চ প্রশংসিত হয়, এবং তিনি কথাশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মূলতঃ নাট্যকার এবং কথাশিল্পী হলেও বিভাগ পরবর্তীকালে আকবরউদ্দীন ঐতিহাসিক তথ্য তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় এবং অনুবাদকর্মে অধিকতর ব্যাপৃত

পর্যবেক্ষক

ছিলেন। তিনি তাঁর বহু প্রবন্ধ ও একাধিক গ্রন্থে উপমহাদেশের মুসলিম জাগরণ, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে তথ্য-তত্ত্বের ভিত্তিতে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। আকবরউদ্দীনের লেখা 'কায়েদে আযম' প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সংগ্রামেরই ইতিহাস। তাঁর 'শহীদ লিয়াকত' গ্রন্থের জন্যে তিনি ১৯৬৪ সালে লেখকসংঘের 'দাউদ পুরস্কার' লাভ করেন। 'পথের দিশারী' শীর্ষক জীবনালেখ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থটিতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মনীষীদের জীবন কাহিনীই বিধৃত করেছেন।

ঐতিহাসিক তথ্য-তত্ত্বসমৃদ্ধ উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও মরহুম আকবরউদ্দীন কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যনির্ভর মূল্যবান গ্রন্থের অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি রেখে গেছেন। তাঁর রচিত '১৭৫৭—১৮৫৭ কোম্পানী রাজ লুন্ঠন পর্ব' এবং '১৭৫৭—১৮৫৭—সংগ্রামী বঙ্গ' এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুটি গ্রন্থই লেখকের ইতিহাসজ্ঞান, অধ্যায়নিক এবং শ্রম ও সাধনার পরিচয় বহন করে। মরহুম আকবরউদ্দীন শুধু ইতিহাসের নিবিষ্টচিত্ত পাঠকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন অনুসন্ধানী ও গবেষক। উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, রাজনীতির সাথে তাঁর কিছুটা প্রত্যক্ষ সম্পর্কও ছিল। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এর পরিচয়ও আছে। একজন সাংবাদিক হিসেবেও তিনি দীর্ঘকাল দেশ ও সমাজ, এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গভীরভাবে পর্য-

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

(৫-এর পৃঃ পর)

বেক্ষণ করেছেন, এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন। মরহুমের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'অস্তাচলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে' একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

মরহুম আকবরউদ্দীনের সাংবাদিক জীবন খুব দীর্ঘকালের নয়। বিভাগপূর্ব ও পরবর্তীকালে দৈনিক আজাদের সহকারী সম্পাদক এবং বিভাপূর্বকালে দৈনিক পশ্চিম বঙ্গের ম্যানেজিং এডিটররূপে তিনি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষর রেখেছেন। 'নজরুল একাডেমী পত্রিকার' প্রথম সম্পাদকও ছিলেন মরহুম আকবরউদ্দীন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষপর্বে তিনি কয়েকটি বিখ্যাত সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। দস্তয়ভস্কির 'অপরাধ ও শাস্তি' (ক্রাইম এন্ড পানিকামেন্ট), কার্ল স্যান্ডবার্গের 'আব্রাহাম লিংকন', ইমারসনের 'ম্যান এন্ড নেচার' (প্রকৃতি ও মানুষ)', 'বাংলার ইতিহাস' (রিয়াজউস সালাতিন) প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদে তিনি রেখেছেন তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর।

মৌলিক ও অনুবাদ রচনা মিলিয়ে মরহুম আকবরউদ্দীনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই ২৫। তাঁর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ মানব' (মহানবীর জীবনী) ও অন্যান্য গ্রন্থ ও কয়েকটি নাটক ও উপন্যাস। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে ছিল আকবরউদ্দীনের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাঁর 'চাঁদ সড়কে নজরুল' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক রচনায় রয়েছে এর চমৎকার পরিচয়। মরহুম আকবরউদ্দীনের এসব রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আমাদের সাহিত্যই সমৃদ্ধ হবে। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা।